



আন নিসা

AnNisa

النِّسَاء

পরম করুণাময় ও অসিম
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু
করছি

In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. হে মানব সমাজ!
তোমরা তোমাদের
পালনকর্তাকে ভয় কর,
যিনি তোমাদেরকে এক
ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন
এবং যিনি তার থেকে তার
সঙ্গীণীকে সৃষ্টি করেছেন;
আর বিস্তার করেছেন
তাদের দু'জন থেকে
অগণিত পুরুষ ও নারী।
আর আল্লাহকে ভয় কর,
যাঁর নামে তোমরা একে
অপরের নিকট যাচস্কা করে
থাক এবং আল্লীয় জ্ঞাতীদের
ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন
কর। নিশ্চয় আল্লাহ
তোমাদের ব্যাপারে সচেতন
রয়েছেন।

1. O mankind, fear
your Lord who created
you from a single soul,
and He created from
it its mate, and He
has spread from them
both a multitude of
men and women. And
fear Allah, Him,
through whom you ask
your mutual (rights),
and the wombs
(kinship). Indeed, Allah
is All Watcher over
you.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

2. এতীমদেরকে তাদের
সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ
মালামালের সাথে ভালো
মালামালের অদল-বদল
করো না। আর তাদের
ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-

2. And give to
the orphans their
property, and do not
exchange (your) bad
things for (their) good
ones, nor devour their

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ

সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ।

property into your own property. Indeed, that is a great sin.

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

3. আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

3. And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry of the women, who please you, two or three or four. But if you fear that you shall not be able to deal justly (to many), then (marry only) one, or those your right hands possess. That is nearer (more suitable) that you may not incline (to injustice).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ جِ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

4. আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

4. And give the women (upon marriage) their bridal gifts with a good heart. But if they remit to you anything of it on their own, then enjoy it with pleasure (and) ease.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿٤﴾ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً ﴿٥﴾

5. আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে

5. And do not give to the foolish your property, which Allah has made for you a means of support. And

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বানী শোনাও।

provide for them from it, and clothe them, and speak to them words of kindness.

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٦﴾

6. আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উল্লেখ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। এতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

6. And test the orphans until when they reach (the age) of marriage. So if you find in them sound judgment, then hand over to them their property. And do not devour it excessively and in haste, lest they grow up. And whoever (the guardians) is rich, he should refrain (from taking wages). And whoever is poor, let him take what is reasonable. Then when you hand over to them their property, make witnesses on them. And Allah is sufficient in taking account.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٧﴾

7. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা

7. For men is as hare of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, of that, be it small

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।

or large, a share ordained (by Allah).

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

8. সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো।

8. And when the near of kin and the orphans and the needy are present at the division (of the inheritance), then provide for them from it, and speak to them words of kindness.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

9. তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।

9. And let those (executors of inheritance) fear as if they had left behind them weak offspring, and would fear for them. So let them fear Allah, and speak words of kindness and justice.

وَلْيَخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

10. যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সম্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

10. Indeed, those who devour the property of orphans unjustly, they swallow only a fire into their bellies. And they will be burned in a blazing fire.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِمَّامًا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

11. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ

11. Allah commands you concerning (the inheritance for) your children. For the male, the equivalent of the portion of two females. But if there are daughters (only), two

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওচ্ছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতুক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

or more, then for them is two-thirds of the inheritance. And if there is (only) one, then for her is the half. And for his parents, to each one of them, a sixth of the inheritance if he had children. But if he had no children and his parents are his heirs, then for his mother is one third. But if he had brothers (and/or sisters), then for his mother is one sixth, after (the payment of) the bequest which he (may have) made, or debts. Your parents and your children, you do not know which of them is nearer to you in benefit. (This is) an injunction from Allah. Indeed, Allah is Ever All Knower, All Wise.

الْبَصْفُ وَالْأَبَوِيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

12. আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির,

12. And for you is half of that which your wives leave, if they have no child. But if they have a child, then for you is one fourth of that which they leave, after (the

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ

যা তারা ছেড়ে যায়; ওচ্ছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওচ্ছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওচ্ছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

payment of) the bequest which they (may have) made, or debts. And for them (wives) is one fourth of that which you leave if you have no child. But if you have a child, then for them is one eighth of that which you leave, after (the payment of) the bequest which you (may have) made, or debts. And if a man or a woman has left neither ascendants nor descendants, and has a brother or a sister, then for each one of them is one sixth. But if they are more than that, then they shall be sharers in one third, after (the payment of) the bequest which might have been made, or debts, (as long as the bequest is) causing no loss (to anyone). (This is) a commandment from Allah. And Allah is Ever All Knowing, Most Forbearing.

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَلَهُنَّ الرَّبْعُ ^ج مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ^ط مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ ^ط مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ^ج ^ط حَلِيمٌ

13. এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।

13. These are the limits (set by) Allah. And whoever obeys Allah and His messenger, He will admit him to Gardens underneath which rivers flow, abiding forever therein. And that is the great success.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

14. যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

14. And whoever disobeys Allah and His messenger and transgresses His limits, He will make him enter the Fire, to abide forever therein, and for him is a humiliating punishment.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

15. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।

15. And those who commit lewdness (sexual misconduct) of your women, then bring four witnesses against them from amongst you. And if they bear witness, then confine them to the houses, until death takes them or Allah ordains for them (another) way.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ
نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّيهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا ﴿١٥﴾

16. তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

16. And the two (men or women) of you who commit it (sexual misconduct), then punish them both. But if they repent and correct, then leave them alone. Surely, Allah is ever accepting repentance, Most Merciful.

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا
عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيْمًا

17. অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ।

17. The repentance accepted by Allah is only for those who do evil in ignorance, then repent soon afterwards, so it is those to whom Allah will turn in forgiveness. And Allah is ever All Knower, All Wise.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ
يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا

18. আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে: আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

18. And repentance is not (accepted) of those who (continue to) do evil deeds, up until when death approaches upon one of them, he says: "Indeed, I repent now," nor of those who die while they are disbelievers. It is those, We have prepared for them a painful punishment.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْمَ وَلَا
الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا
أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيْمًا

19. হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সম্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

19. O those who believe, it is not lawful for you to inherit women by compulsion (against their will). And do not put constraint upon them that you may take away a part of that which you have given them, unless they commit open lewdness (sexual misconduct). And live with them in kindness. For if you dislike them, it may be that you dislike a thing and Allah has placed therein much good.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

20. যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে?

20. And if you intend to take a wife in place of (another) wife, and you have given to one of them a great amount (heap of gold), so do not take (back) anything from it. Would you take it (back) by slander and a manifest sin.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

21. তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন এবং

21. And how could you take it (back) while indeed one of you has gone in unto the other, and they have taken

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

নারীরা তোমাদের কাছে থেকে সুদূত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

from you a firm pledge.

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

22. যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গম্বের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

22. And do not marry of those women whom your fathers married, except what has already passed. Indeed, it was lewdness and hateful, and an evil way.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

23. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ

23. Forbidden to you are your mothers, and your daughters, and your sisters, and your father's sisters, and your mother's sisters, and your brother's daughters, and your sister's daughters, and your (foster) mothers who nursed you, and your (foster) sisters through nursing, and mothers of your wives, and your step daughters who are under your guardianship (born) of your those women unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, then it is no sin upon you (to marry their daughters). And

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

ক্ষমাকরী, দয়ালু।

(forbidden to you are) the wives of your sons who are from your own loins. And (forbidden to you is) that you take together two sisters (in marriage), except what has already passed. Indeed, Allah is Oft Forgiving, Most Merciful.

قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

24. এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।

24. And married women (are forbidden), except those whom your right hands possess. (This is) a decree of Allah upon you. And lawful to you are all (others) beyond those, that you seek (them in marriage) with your property (gifts), desiring chastity, not unlawful sexual activities. So whatever you enjoy with (in marriage) from them, then give them their bridal due as an obligation. And there is no sin on you in what you do by mutual agreement after the obligation. Indeed, Allah is ever All Knowing, All Wise.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

25. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক, অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে- ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

25. And whoever is not able among you to afford to marry believing free women, then (he may marry) from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allah knows best about your faith. You are of one another, so marry them with the permission of their guardians, and give to them their bridal gifts in kindness, (them being) chaste, not committing unlawful sexual activities, nor taking secret lovers. But when they are sheltered in marriage, then if they commit lewdness (unlawful sexual act), then for them is half of the punishment that which is for free women. This (permission to marry a slave girl) is for him who fears affliction (of committing sin) among you. And it is better for you that you have patience. And Allah is Oft Forgiving, Most

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بِعُضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُفِرْتُمْ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِأَنَّ خَشْيَةَ الْعَنْتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٧﴾

Merciful.

26. আল্লাহ তোমাদের জন্যে সব কিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ।

26. Allah intends to make clear to you, and to guide you to the ways of those who were before you, and accept your repentance. And Allah is All Knower, All Wise.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

27. আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান, এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়।

27. And Allah intends to accept your repentance, and those who follow vain desires intend that you deviate (into) a tremendous deviation.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

28. আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

28. Allah intends to lighten (the burdens) from you, and man was created weak.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٦٨﴾

29. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।

29. O those who believe, do not devour your possessions among yourselves wrongfully, except that it be a trade amongst you by mutual consent. And do not kill yourselves (one another). Indeed, Allah is Most Merciful to you.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٩﴾

30. আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে

30. And whoever commits that in aggression and injustice, then We shall

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ

নিষ্ক্ষেপ করা হবে। এটা
আল্লাহর পক্ষে খুবই
সহজসাধ্য।

cast him into the Fire.
And that is ever easy
for Allah.

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾

31. যেগুলো সম্পর্কে
তোমাদের নিষেধ করা
হয়েছে যদি তোমরা সেসব
বড় গোনাহ গুলো থেকে
বঁচে থাকতে পার। তবে
আমি তোমাদের ক্রটি-
বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে
দেব এবং সম্মান জনক স্থানে
তোমাদের প্রবেশ করাব।

31. If you avoid
the major sins, which
you are forbidden
from, We shall remove
from you your lesser
sins, and We shall
admit you to a noble
entrance.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٢١﴾

32. আর তোমরা
আকাঙ্ক্ষা করো না এমন
সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ
তা'আলা তোমাদের একের
উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান
করেছেন। পুরুষ যা অর্জন
করে সেটা তার অংশ এবং
নারী যা অর্জন করে সেটা
তার অংশ। আর আল্লাহর
কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা
কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ
তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

32. And do not desire
for that in which Allah
has bestowed more to
some of you over
others. For men is a
share of what they
have earned. And for
women is a share of
what they have earned.
And ask Allah of His
bounty. Indeed, Allah
is ever All Knower of
all things.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٢٢﴾

33. পিতা-মাতা এবং
নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ
করে যান সেসবের জন্যই
আমি উত্তরাধিকারী
নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর
যাদের সাথে তোমরা
অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের
প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ
তা'আলা নিঃসন্দেহে সব
কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

33. And for everyone,
We have appointed
heirs of that (property)
left by parents and
near relatives. And to
those with whom you
have pledged your
oath, so give them their
due portion. Indeed,
Allah is ever a witness

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ط وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيبُهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٢٣﴾

34. পুরুষেরা নারীদের উপর কৃত্ত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফায়তযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফায়ত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

35. যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

over all things.

34. The men are in charge of the women, by what Allah has bestowed to one of them over other, and because they spend of their wealth. So the righteous women are devoutly obedient, guarding in (husband's) absence that which Allah has (ordered to be) guarded. And those (women) from whom you fear rebellion, admonish them, and forsake them in beds, and strike them. Then if they obey you, then do not seek against them means (of annoyance). Indeed, Allah is ever Most High, Most Great.

35. And if you fear a dissension between them twain, then appoint an arbitrator from his family and an arbitrator from her family. If they (arbitrators) desire reconciliation, Allah will make between them. Indeed Allah is ever All Knower,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَإِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Well Acquainted.

36. আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাঙ্কিত-গর্বিতজনকে।

36. And worship Allah and do not ascribe anything as partner to Him. And to parents do good, and to near relatives, and the orphans, and the needy, and the neighbor who is near of kin, and the neighbor who is a stranger, and the fellow traveler, and the wayfarer, and (the slaves) whom your right hands possess. Indeed, Allah does not love those who are proud, boastful.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

37. যারা নিজেরাও কার্পন্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে-বস্তুতঃ তৈরী করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমান জনক আযাব।

37. Those who are miserly, and enjoin miserliness on people, and hide that which Allah has bestowed upon them of His bounty. And We have prepared for the disbelievers a humiliating punishment.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

38. আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশে এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না,

38. And those who spend their wealth to be seen by the people, and do not believe in Allah, nor in the Last

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল নিকৃষ্টতর সাথী।

Day. And he to whom Satan is a companion, then evil (is he) as a companion.

بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

39. আর কিই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর উপর কেয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ, তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত।

39. And what have they (to lose) if they believed in Allah, and the Last Day, and spent of that which Allah has provided for them. And Allah is ever All Aware of them.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

40. নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সংকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।

40. Indeed, Allah does not wrong even of the weight of an atom. And if there is a good deed, He will double it, and will give from His presence a great reward.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

41. আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।

41. So how (will it be) when We bring from every nation a witness, and We bring you (O Muhammad) against these people as a witness.

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

42. সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং রসূলের নাফরমানী

42. That day, those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish if the earth were leveled

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴿٤٢﴾

করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহর নিকট কোন বিষয়।

with them. And they will not (be able to) hide from Allah a single fact.

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

43. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্ৰাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তাযাম্মুম করে নাও-তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।

43. O those who believe, do not approach prayer while you are intoxicated, until you know what you are saying, nor when you are unclean (sexual discharge) except, when traveling on the road, until you have washed (your whole body). And if you are ill, or on a journey, or one of you comes from the call of nature, or you have been in contact with women (by sexual relations), and you do not find water, then seek clean earth and rub your faces and your hands (with it). Indeed, Allah is Oft Pardoning, Oft Forgiving.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

44. তুমি কি ওদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে

44. Have you not seen at those who were given a portion of the book, purchasing error, and they wish that you

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَاةَ

তোমরাও আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও।

should go astray from the (right) path.

وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ط

45. অথচ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

45. And Allah knows best of your enemies. And Allah is sufficient as an ally, and Allah is sufficient as a helper.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ط

46. কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে স্বীকারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, 'রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

46. Among the Jews are those who change words from their context and they say: "We hear and we disobey. And hear what is not heard." And Raina (consider us, but by) distorting with their tongues and slandering in religion. And if they had said: "We hear (you O Muhammad) and we obey. And hear you (O Muhammad), and look at us," it would have been better for them, and more upright. But Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not, except a few.

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَإِسْمَعُ غَيْرِ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَّا بِالسِّنْتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَإِسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ط

47. হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার

47. O those who have been given the Scripture, believe in

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا

উপৰ বিশ্বাস স্থাপন কৰ, যা সে গ্ৰন্থেৰ সত্যায়ন কৰে এবং যা তোমাদেৰ নিকট রয়েছে পূৰ্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কৰ) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহাৰাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘূৰিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত কৰব তাদেৰ প্রতি যেমন কৰে অভিসম্পাত কৰেছি আছহাবে-সাবতের উপৰ। আৰ আল্লাহৰ নিৰ্দেশ অবশ্যই কাৰ্যকৰ হবো।

what We have sent down (to Muhammad) confirming what is (already) with you, before that We obliterate faces, then turn them on their backs, or curse them as We cursed people of (those who violated) the Sabbath. And the commandment of Allah must be carried out.

بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَنْزِلُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

48. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা কৰেন না, যে লোক তাঁৰ সাথে শৰীক কৰে। তিনি ক্ষমা কৰেন এৰ নিম্ন পৰ্যায়ের পাপ, যাৰ জন্য তিনি ইচ্ছা কৰেন। আৰ যে লোক অংশীদাৰ সাব্যস্ত কৰল আল্লাহৰ সাথে, সে যেন অপবাদ আৰোপ কৰল।

48. Indeed, Allah does not forgive that partners should be ascribed to Him. And He forgives what is other than that, for whom He wills. And whoever ascribes partners to Allah, he has indeed invented a tremendous sin.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

49. তুমি কি তাদেকে দেখনি, যাৰা নিজেদেৰকে পূত-পবিত্ৰ বলে থাকে অথচ পবিত্ৰ কৰেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুতঃ তাদেৰ উপৰ সুতা পরিমাণ অন্যাযও হবো না।

49. Have you not seen at those who claim themselves pure. Nay, but Allah purifies whom He wills, and they will not be wronged (as much as) the husk on a date-stone.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

50. লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট।

50. See, how they invent a lie against Allah. And enough is that as a manifest sin.

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

51. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।

51. Have you not seen at those who were given a portion of the Scripture, they believe in superstitions and false deities. And they say about those (idolaters) who disbelieve that they are better guided than those who believe in the (right) way.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ
أَمَّنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

52. এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লানত করেছেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ যার উপর লানত করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

52. Those are the ones whom Allah has cursed. And he whom Allah curses, you will then never find for him any helper.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ
يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

53. তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না।

53. Or for them is a share in the dominion (of Allah). Then (had that been so), they would not even give mankind the speck on a date-stone.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا
يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

54. নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে।

54. Or do they envy mankind for what Allah has given them of His bounty. Then indeed, We bestowed

أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا

অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

upon the family of Abraham the Book and wisdom, and We bestowed upon them a great kingdom.

أَلْ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَأَتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

55. অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোমখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট।

55. Then among them were some who believed in it, and among them were some who turned away from it. And sufficient is Hell for (their) burning.

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

56. এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিষ্ক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আশ্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।

56. Indeed, those who disbelieve in Our revelations, We shall drive them into the Fire. As often as their skins are burnt out, We shall change them with other skins, that they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever All Mighty, All Wise.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا تَضَيَّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

57. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সংকর্ম করেছে, অবশ্য আমি প্রবিষ্ট করার তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য

57. And those who believe and do righteous deeds, We shall admit them to Gardens underneath which rivers flow, abiding therein forever. For them therein

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خَلْفَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়া নীড়ে।

are pure companions, and We shall admit them into plenteous shade.

وَوَدَّخَلَهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

58. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।

58. Indeed, Allah commands you that you render back the trusts to their owners, and when you judge between mankind, that you judge with justice. Indeed, excellent is that Allah admonishes you with. Truly, Allah is ever All Hearer, All Seer.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

59. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

59. O those who believe, obey Allah, and obey the messenger (Muhammad), and those who are in authority among you. Then if you have a dispute concerning any matter, refer it to Allah and the messenger if you are believers in Allah and the Last Day. That is better and more commendable in the end.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

60. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে

60. Have you not seen at those (hypocrites)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ

যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রভারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।

who claim that they believe in that which has been sent down to you, and that which was sent down before you. They wish that they go for judgment (in their disputes) to satanic authorities, while they have been ordered that they reject them. And Satan wishes to lead them astray, a far away misleading.

أَمْؤُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿٦١﴾

61. আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে।

61. And when it is said to them: “Come to what Allah has sent down and to the messenger (Muhammad),” you see the hypocrites turning away from you in aversion.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ
الْمُنَافِقِينَ يُصَدُّونَ عَنكَ
صُدُودًا ﴿٦١﴾

62. এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

62. So how (would it be) when a catastrophe befalls them because of what their own hands have sent forth. Then they would come to you, swearing by Allah: “We intended nothing except goodwill and conciliation.”

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

63. এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন

63. Those are the ones whom Allah knows

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي

বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।

64. বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।

65. অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হুঁটচিতে কবুল করে নেবে।

what is in their hearts. So turn aside from them, and admonish them, and speak to them a word to reach to their very souls.

64. And We did not send any messenger except that he should be obeyed by Allah's permission. And if indeed, when they had wronged themselves, they had come to you and asked forgiveness of Allah, and the messenger had asked forgiveness for them, they would have found Allah All Forgiving, Most Merciful.

65. But nay, by your Lord, they will not (truly) believe until they make you (O Muhammad) judge of what is in dispute among themselves, then find within themselves no discomfort from what you have judged, and submit with full

قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ ۖ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكِمَ لَكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

submission.

66. আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।

66. And if We had decreed upon them that: "Kill yourselves or move out of your homes," they would not have done it, except a few of them. And if they had done what they were instructed with, it would have been better for them, and a firmer strengthening (in their faith).

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا

67. আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব।

67. And then We would certainly have bestowed upon them from Us a great reward.

وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا
عَظِيمًا

68. আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

68. And We would have certainly guided them to a straight path.

وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

69. আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।

69. And whoever obeys Allah and the messenger, then they will be with those upon whom Allah has bestowed favor, of the prophets, and those steadfast in truthfulness, and the martyrs, and the righteous. And how excellent are these as

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا

companions.

70. এটা হল আল্লাহ-প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

70. Such is the bounty from Allah, and sufficient is Allah as All Knower.

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

71. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।

71. O those who believe, take your precautions, then go forth (on an expedition) in parties, or go forth all together.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا
حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ
انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

72. আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।

72. And indeed, there is among you he who lingers behind, then if a disaster befalls you, he says: "Indeed, Allah has been gracious to me in that I was not present with them."

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ فَإِنْ
أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ
شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

73. পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমন ভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমি ও যে সফলতা লাভ করতাম।

73. And if a bounty comes to you from Allah, he would surely say, as if there had never been between you and him any affection: "Oh, I wish that I had been with them, then would I have achieved a great success."

وَلَيْنِ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ
لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّيَلْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ
فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

74. কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ

74. So let them fight in the cause of Allah, those who sell the life of this world for the

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴿٧٤﴾

করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।

Hereafter. And whoever fights in the cause of Allah, and is killed or gets victory, then We shall bestow upon him a great reward.

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ
أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

75. আর তোমাদের কি হল যে, তোমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

75. And what is (the matter) with you that you do not fight in the cause of Allah, and those weak among men, and the women, and the children who say: "Our Lord, take us out from this town, the people of which are oppressors. And appoint for us from Yourself a protecting friend, And appoint for us from Yourself a helper.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

76. যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

76. Those who believe, they fight in the cause of Allah, and those who disbelieve, they fight in the cause of evil ones. So fight against the friends of Satan. Indeed, the plot of Satan is ever weak.

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ
ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

77. তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কামেয় কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেয়গারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।

78. তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদূর দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত

77. Have you not seen at those to whom it was said: "Withhold your hands, and establish prayer, and pay the poor due," Then when fighting was ordained for them, behold, a party of them feared men as they feared Allah, or even greater fear. And they say: "Our Lord, why have You ordained upon us fighting. Why did You not grant us respite for a short period." Say: "The enjoyment of this world is little. And the Hereafter is better for him who fears (Allah). And you will not be wronged (even as much as) the husk on a date-stone."

78. Wherever you may be, death will overtake you, even if you are in lofty towers. And if some good reaches them, they say: "This is from Allah." And if an evil befalls them,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

أَيِّن مَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।

they say: "This is because of you (Muhammad)." Say: All (things) are from Allah." So what is (the matter) with these people that they do not seem to understand a word.

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

79. আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সব বিষয়েই যথেষ্ট-সববিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

79. Whatever of good reaches you is from Allah, and whatever of evil befalls you is from yourself. And We have sent you (Muhammad) as a messenger to mankind. And sufficient is Allah as a witness.

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ
رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

80. যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

80. He who obeys the messenger, has indeed obeyed Allah. And he who turns away, then We have not sent you (Muhammad) over them as a guard.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

81. আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ

81. And they say: "(we pledge) obedience," then when they have gone forth from you, a party of them spends the night in planning

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ
عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ
الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا

কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ লিখে নেন, সে সব পরামর্শ যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর, আল্লাহ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী।

other than what you say. And Allah records what they plan by night. So turn aside from them, and put your trust in Allah. And sufficient is Allah as a Trustee.

يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

82. এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।

82. Do they not then reflect upon the Quran. And if it had been from other than Allah, they would have found therein much contradictions.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا

83. আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ

83. And when there comes to them some matter (news) of safety or fear, they spread it. And if they had referred it to the messenger, and to those of authority among them. So those who are competent to investigate it would have come to know about it (directly) from them. And if it was not for the grace of Allah upon you, and His mercy, you would

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ
الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

করতে শুরু করত!

have followed Satan,
except a few.

84. আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

84. So fight (O Muhammad) in the cause of Allah. You are not held responsible except for yourself, and encourage the believers. It may be that Allah will restrain the might of those who disbelieve. And Allah is stronger in might and stronger in inflicting punishment.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسِ الذِّينَ
كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ
تَنْكِيلًا

85. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

85. Whoever intercedes an intercession for a good cause, for him is the share there from. And whoever intercedes an intercession for an evil cause, for him is the burden there from. And Allah has power over all things.

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

86. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তারচেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।

86. And when you are greeted with a greeting, greet you with a better than it or return it. Indeed, Allah is Account Taker of all things.

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

87. আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে!

87. Allah, there is no god except Him. He will surely gather you all on the Day of Resurrection, about which there is no doubt. And who is more truthful than Allah in statement.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

88. অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না।

88. Then what is (the matter) with you (that you are divided into) two parties regarding the hypocrites. And Allah has reverted them (to disbelief) because of what they earned. Do you want to guide him whom Allah has sent astray. And he whom Allah sends astray, you will then never find for him any way (of guidance).

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ
وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ
اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
سَبِيلًا

89. তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি

89. They wish if you should disbelieve, same as they have disbelieved, then you become equal (with them). So do not take from among them friends until they emigrate in the way of Allah. So if they turn back (to enmity),

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।

then seize them and kill them wherever you find them. And do not take from among them friends nor helpers.

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا^٥

90. কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদের কে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।

90. Except those who seek refuge with a people, between you and whom there is a treaty (of peace). Or (those who) come to you, their hearts restraining from fighting you or fighting their own people. And if Allah had willed, He could have given them power over you, so that they would have fought you. So, if they withdraw from you, and they do not fight against you, and they offer you peace. Then Allah has not made for you a cause (that you fight) against them.

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ^٦ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ^٧ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ^٨ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا^٩

91. এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও স্বজাতির কাছেও এবং নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়,

91. You will find others, who desire that they should have security from you, and security from their own people. Whenever they are returned (to

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ^{١٠} كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا^{١١}

তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

92. মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে

opportunity) of (causing) mischief, they fall back into it. So, if they do not withdraw from you, nor offer to you peace, nor restrain their hands, then seize them, and kill them wherever you overtake them. And those, We have given to you against them a clear warrant.

92. And it is not for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake, then the freeing of a believing slave, and payment of the blood money to his family, unless that they give (it up as) a charity. But if he (the slain) was from a people hostile unto you, and he was a believer, then (only) the freeing of a believing slave (is required). And if he (the slain) was from a people between you and them there is a treaty, then a compensation must be paid to his family, and the freeing

فَإِنْ لَمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَذُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩٢﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَرِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَرِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ

ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

of a believing slave. Then whoever does not find (means), then fasting for two consecutive months, (seeking) repentance from Allah. And Allah is All Knower, All Wise.

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٣﴾

93. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

93. And whoever kills a believer intentionally, then his recompense is Hell to abide therein forever. And Allah's wrath is upon him, and He has cursed him, and has prepared for him a great punishment.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا
فَجَزَاءُهَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٤﴾

94. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে, তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের

94. O those who believe, when you go forth (to fight) in the cause of Allah, investigate carefully, and do not say to him who greets you peace: "You are not a believer." Seeking the profits of the life of this world. For with Allah are plenteous spoils. Even thus (as he now is) were you before, then Allah conferred His favors on you, so investigate carefully. Indeed, Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
آلَفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۗ كَذَلِكَ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١٥﴾

খবর রাখেন।

is ever informed of what you do.

95. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওয়র নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

95. Not equal are those of the believers who sit (at home), except those who are disabled, and those who strive in the cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred those who strive with their wealth and their lives above those who sit, in ranks. And to each Allah has promised good. And Allah has bestowed on those who strive above those who sit a great reward.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

96. এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

96. Degrees of rank from Him, and forgiveness, and mercy. And Allah is ever Forgiving, Most Merciful.

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

97. যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে: আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?

97. Indeed, those whom the angels take (in death) while doing wrong to themselves, they (the angels) will say: "In what (condition) were you." They will say: "We were oppressed in the land." They (the angels)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ

অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

will say: "Was not Allah's earth spacious that you could have migrated therein. So for those, their habitation will be Hell, and an evil destination.

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٧﴾

98. কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।

98. Except the weak among men, and the women, and the children, who are not able to devise a plan, nor are directed to a way.

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ
سَبِيلًا ﴿٧٨﴾

99. অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

99. As for such, it may be that Allah will forgive them. And Allah is ever Clement, Oft Forgiving.

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُوَ
عَنَّهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٧٩﴾

100. যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সম্বলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

100. And whoever emigrates in the cause of Allah, will find on the earth many dwellings and abundance, and whoever goes forth from his home, as an emigrant unto Allah and His messenger, then death overtakes him, his reward is then surely incumbent upon Allah. And Allah is ever Forgiving, Most Merciful.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٨٠﴾

101. যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

102. যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোন রূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং

101. And when you travel in the land, then it is no sin on you that you shorten from the prayers, if you fear that those who disbelieve may attack you. Indeed, the disbelievers are an open enemy to you.

102. And when you (O Muhammad) are among them, and lead the prayer for them, then let (only) a party of them stand with you (to pray), and let them take their arms. Those who disbelieve wish, if you were negligent of your arms and your baggage, to attack you in a single rush. And it is no sin for you, if you are inconvenienced of rain, or you are ill, that you lay aside your arms. And take your precaution. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَعْدَاؤُمْ مبینًا ﴿١١﴾

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ

সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আল্লরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

103. অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

104. তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

105. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান।

103. Then when you have finished the prayer, then remember Allah, standing, and sitting down, and (lying down) on your sides. And when you are in safety, then establish prayer. Indeed, the prayer is enjoined on the believers at fixed hours.

104. And do not weaken in pursuit of the people (the enemy). If you should be suffering then surely, they (too) are suffering (hardships), as you are suffering. And you hope from Allah that which they do not hope. And Allah is ever All Knowing, All Wise.

105. Indeed, We have sent down to you (O Muhammad) the Book (the Quran) in truth that you might judge between mankind by

اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٢٢﴾

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٢٣﴾

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢٤﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ

আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।

that which Allah has shown you. And be not an advocate for those who betray their trust.

خَصِيمًا ١٥

106. এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

106. And seek the forgiveness of Allah. Indeed, Allah is ever Oft Forgiving, Most Merciful.

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٦

107. যারা মনে বিশ্বাস ঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাস ঘাতক পাপী হয়।

107. And do not argue on behalf of those who deceive themselves. Indeed, Allah does not love him who is a betrayer of his trust, sinful.

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ١٧

108. তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। তারা যাকিছু করে, সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীন।

108. They seek to hide from men and do not seek to hide from Allah. And He is with them when they plot by night, in that which He does not approve of speech. And Allah is ever encompassing of what they do.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٨

109. শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কেয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে।

109. Here you are, you who have argued for them in the life of this world. But who will argue with Allah for them on the Day of Resurrection, or who will then be their defender.

هَآنَتُمْ هَآؤَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٩

110. যে গোনাহ, করে
কিংবা নিজের অনিষ্ট করে,
অতঃপর আল্লাহর কাছে
ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে
আল্লাহকে ক্ষমাশীল,
করুণাময় পায়।

111. যে কেউ পাপ করে,
সে নিজের পক্ষেই করে।
আল্লাহ মহাজ্ঞানী,
প্রজ্ঞাময়।

112. যে ব্যক্তি ভুল কিংবা
গোনাহ করে, অতঃপর
কোন নিরপরাধের উপর
অপবাদ আরোপ করে সে
নিজের মাথায় বহন করে
জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য
গোনাহ।

113. যদি আপনার প্রতি
আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা
না হত, তবে তাদের একদল
আপনাকে পথভ্রষ্ট করার
সংকল্প করেই ফেলেছিল।
তারা পথভ্রান্ত করতে পারে
না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং
আপনার কোন অনিষ্ট
করতে পারে না। আল্লাহ
আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও
প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন
এবং আপনাকে এমন বিষয়
শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি
জানতেন না। আপনার

110. And whoever
does evil or wrongs
himself, then seeks
forgiveness of Allah,
he will find Allah Oft
Forgiving, Most
Merciful.

111. And whoever
earns sin, he then
earns it only against
himself. And Allah is
All Knowing, All Wise.

112. And whoever
earns a fault or a
sin, then throws
(blames) it upon the
innocent, then indeed,
he has burdened
himself with a slander
and a manifest sin.

113. And if it was
not for the favor of
Allah upon you
(Muhammad), and His
mercy, a party of
them had resolved to
mislead you. And they
mislead none except
themselves, and no
harm can they do to
you in anything. And
Allah has sent down to
you the Book (the
Quran) and wisdom,
and has taught you

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ
نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١١﴾

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا
ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ
يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ
شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴿١١٣﴾

প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।

that which you did not know. And the favor of Allah has ever been great upon you.

عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

114. তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সংকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট ছওয়ার দান করব।

114. There is no good in most of their secret conversations except for those who enjoin charity, or kindness, or conciliation between mankind. And whoever does that, seeking the good pleasure of Allah, then We shall bestow on him a great reward.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَّرْضَاتِ اللَّهِ
فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

115. যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।

115. And whoever opposes the messenger after what has become manifest to him of the guidance and follows other than the way of believers. We will let him go to what he has turned to, and We will burn him in Hell, and evil is destination.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ أَجَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

116. নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর দ্রাব্ধিতে পতিত হয়।

116. Indeed, Allah does not forgive that partners should be associated with Him. And He forgives what is other than that to whom He wills. And he who associates partners with Allah,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

then he has certainly strayed to a far away misguidance.

117. তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।

117. They call upon instead of Him none but females (deities). And they call upon none but Satan, a persistent rebel.

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

118. যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব।

118. Allah cursed him. And he said: "Surely I will take of Your slaves an appointed portion."

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

119. তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।

119. "And surely I will lead them astray, and surely I will arouse desires in them, and surely I will command them so they will slit the ears of the cattle, and surely I will command them so they will change creation of Allah." And whoever takes Satan for a friend other than Allah, has certainly sustained a manifest loss.

وَلَأُضِلَّهُمْ
وَلَأَمْرَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ
الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ
فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

120. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব

120. He makes promises to them, and he arouses in them false desires. And Satan does not promise

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

প্রভাৰণা বৈ নয়।

121. তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

122. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সংকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?

123. তোমাদের আশার উপর ও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।

124. যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সংকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না।

to them but deceptions.

121. For such, their habitation will be Hell, and they will not find from it an escape.

122. And those who believe and do righteous deeds, We shall admit them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. A promise from Allah in truth. And who can be more truthful than Allah (in his) words.

123. Neither your desires, nor the desires of the People of the Book (which matter). Whoever does evil will be recompensed for it, and he will not find for himself other than Allah any protecting friend, nor a helper.

124. And whoever does any righteous deeds, of male or female, and he is a believer, then such will enter paradise and they will not be wronged (even as much as) the speck on a date-stone.

أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

125. যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

125. And who can be better in religion than one who surrenders his face (himself) to Allah, and he is doer of good, and follows the tradition of Abraham, the true in faith. And Allah did take Abraham as a friend.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

126. যা কিছু নভোন্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমন্ডলে আছে, সব আল্লাহরই। সব বস্তু আল্লাহর মুঠি বলয়ে।

126. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And Allah is ever encompassing all things.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

127. তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাট করে শুনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা-নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল

127. And they ask you concerning women. Say: "Allah gives you a ruling about them, and that which has been recited to you in the Book concerning female orphans, to whom you do not give that which is decreed for them, and (yet) you desire that you marry them, and (concerning) the oppressed among children, and that you stand firm for orphans in justice." And whatever you do of

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا
تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

কাজ করবে, তা আল্লাহ জানেন।

128. যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাতীক হও, তবে, আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।

129. তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাতীক হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

130. যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।

good, then indeed, Allah is ever All Aware of it.”

128. And if a woman fears from her husband ill treatment, or desertion, then it is no sin upon them that they arrange between them an amicable settlement. And a settlement is better. And present in (human) inner selves is greed. And if you do good and fear (Allah), then indeed, Allah is ever informed of what you do.

129. And you will never be able to deal with justice between wives, even if it is your ardent desire. So do not incline (toward one) with full attention, and leave her (the other) as hanging. And if you do good and fear (Allah), then indeed, Allah is ever Forgiving, Most Merciful.

130. And if they separate (by divorce), Allah will enrich each (of them) from His

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।

abundance. And Allah is ever All Encompassing, All Wise.

حَكِيمًا

131. আর যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহর। বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সে সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ হচ্ছেন অভাবহীন, প্রসংশিত।

131. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And indeed, We instructed those who were given the Book before you, and (We instructed) you, that you fear Allah. And if you disbelieve, then indeed, to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And Allah is ever Rich, owner of Praise.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ
اللّٰهُ غَنِيًّا

حَمِيدًا

132. আর আল্লাহরই জন্যে সে সবকিছু যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও যমীনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।

132. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as a Defender.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا

133. হে মানবকূল, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুতঃ আল্লাহর সে ক্ষমতা রয়েছে।

133. If He wills, He can take you away, O people, and bring others (in your place). And Allah is ever All Potent over that.

اِنْ يَّشَآءْ يُّدْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ
وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَّكَانَ اللّٰهُ عَلٰى
ذٰلِكَ قَدِيْرًا

134. যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে,

134. Whoever does desire the reward of this world, then with

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনে ও দেখেন।

Allah is the reward of this world and the Hereafter. And Allah is ever All Hearer, All Seer.

اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٥﴾

135. হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আল্লীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুব কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।

135. O those who believe, be firmly standing for justice, as witnesses for Allah, even if (it be) against yourselves, or (your) parents, or (your) kindred. Whether it be (against) a rich or a poor, for Allah is nearer to them both. So do not follow desire (of your heart), lest you keep away from justice. And if you distort (your witness) or refuse (to give it), then indeed, Allah is ever informed of what you do.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

136. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূলও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা

136. O those who believe, believe in Allah, and His messenger and the Book (the Quran) which He has sent down to His messenger, and the Scripture which He sent down before.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ
مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।

And whoever disbelieves in Allah, and His angels, and His scriptures, and His messengers, and the Last Day, then he has certainly strayed to a far away misguidance.

الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

137. যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উল্লতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।

137. Certainly, those who believe, then disbelieve, then (again) believe, then (again) disbelieve, then go on increasing in disbelief, Allah will never forgive them, nor will He guide them to the (right) way.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

138. সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিতে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

138. Give the tidings to the hypocrites that there is for them a painful punishment.

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

139. যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।

139. Those who take disbelievers for their friends instead of the believers. Do they seek honor with them. But indeed, the honor belongs to Allah entirely.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

140. আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন

140. And it has already been revealed to you in the Book (this Quran)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ

যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোষখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।

141. এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ঔৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয়

that, when you hear the verses of Allah being rejected of and mocked at, then do not sit with them (who disbelieve and mock) until they engage in some other conversation. Indeed, you would then be like them (should you stay with them). Surely, Allah will gather hypocrites and disbelievers into Hell all together.

141. Those who wait (and watch) about you. Then if there is a victory for you from Allah, they say: "Were we not with you." And if there is a success for the disbelievers, they say (to them): "Did we not gain an advantage over you, and we protected you from the believers." So Allah will judge between you on the Day of Resurrection. And never will Allah grant to the disbelievers a way (of success) against the believers.

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤١﴾

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَعَمَّعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

দান করবেন না।

142. অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

142. Certainly, the hypocrites seek to deceive Allah, but it is He who deceives them. And when they stand up for the prayer, they stand with laziness, (and) to be seen of people, and they do not remember Allah but little.

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

143. এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও।

143. Swaying between this (and that), (belonging) neither to these (believers), nor to those (disbelievers). And he whom Allah sends astray, then you will never find for him a way.

مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

144. হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?

144. O those who believe, do not take the disbelievers for friends instead of the believers. Do you wish to give Allah against yourselves a manifest proof.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

145. নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোমখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।

145. Indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the Fire. And never will you find for them a helper.

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

146. অবশ্য যারা তওবা করে নিচ্ছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমানবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপূণ্য দান করবেন।

146. Except those who repent and correct themselves, and hold fast to Allah, and make sincere their religion for Allah, then they will be with the believers. And Allah will bestow on the believers a great reward.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
ط
رِيئَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٤٦﴾

147. তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।

147. What would Allah do (gain) with your punishment, if you give thanks and believe (in Him). And Allah is ever All Appreciative (of good), All Knowing.

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ
ط
شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿٤٧﴾

148. আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।

148. Allah does not like any public utterance of evil except by one who has been wronged. And Allah is ever All Hearer, All Knower.

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ
ط
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٤٨﴾

149. তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা আপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী।

149. Whether you publish a good deed, or conceal it, or forgive an evil, then indeed, Allah is ever Oft Forgiving, All Powerful.

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا
عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
قَدِيرًا ﴿٤٩﴾

150. যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি

150. Indeed, those who disbelieve in Allah and

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়।

His messengers, and wish that they can create a distinction between Allah and His messengers, and they say: "We believe in some and disbelieve in others," and they wish that they can adopt a way in between.

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ
وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

151. প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।

151. It is they, they are the disbelievers in truth, and We have prepared for the disbelievers a humiliating punishment.

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَ
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

152. আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

152. And those who believe in Allah and His messengers, and make no distinction between any of them. To such, He will give them their rewards. And Allah is ever Oft Forgiving, Most Merciful.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

153. আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুতঃ এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে

153. The people of the Scripture ask you to bring down upon them a book from the heaven. Then indeed, they had asked Moses even greater than that, when they said: "Show

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ
سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا
أَرِنَا آيَةَ اللَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ

সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম।

us Allah plainly.” So the storm of lightning seized them for their wrongdoing. Then they took the calf (for worship) even after what had come to them as clear evidences. Even then We forgave that. And We bestowed on Moses an evident authority.

الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإَتَيْنَا
مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٣﴾

154. আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তুর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আর বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

154. And We raised over them the Mount for (taking) their covenant. And We said to them: “Enter the gate, prostrating.” And We said to them: “Do not transgress in Sabbath.” And We took from them a firm covenant.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

155. অতএব, তারা যে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গর জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তিৰ দরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে

155. Then because of their breaking of their covenant, and their disbelieving in the revelations of Allah, and their killing of the prophets without right, and of their saying: “Our hearts are covered.” Nay, but Allah has set a seal

فِيمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ
وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَلُوا
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا
غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا

দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান
আনে না কিন্তু অতি
অল্পসংখ্যক।

upon them because of
their disbelief, so they
do not believe except a
few.

قَلِيلًا

156. আর তাদের কুফরী
এবং মরিয়মের প্রতি মহা
অপবাদ আরোপ করার
কারণে।

156. And because of
their disbelief and of
their uttering against
Mary a great slander.

وَبِكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا

157. আর তাদের একথা
বলার কারণে যে, আমরা
মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে
হত্যা করেছি যিনি ছিলেন
আল্লাহর রসূল। অথচ তারা
না তাঁকে হত্যা করেছে,
আর না শুলীতে চড়িয়েছে,
বরং তারা এরূপ ধাঁধায়
পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ
তারা এ ব্যাপারে নানা
রকম কথা বলে, তারা
এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে
আছে, শুধুমাত্র অনুমান
করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে
কোন খবরই রাখে না।
আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা
হত্যা করেনি।

157. And (because of)
their saying: “We
indeed killed Messiah,
Jesus, son of Mary,
Allah’s messenger.”
And they did not kill
him, nor they crucified
him, but it appeared so
unto them. And indeed,
those who disagree
over it are in doubt
thereof. They do not
have any knowledge of
it, but pursuit of a
conjecture. And
certainly they did not
kill him.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

158. বরং তাঁকে উঠিয়ে
নিয়েছেন আল্লাহ তা’আলা
নিজের কাছে। আর আল্লাহ
হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী,
প্রজ্ঞাময়।

158. But Allah raised
him up unto Himself.
And Allah is ever All
Mighty, All Wise.

بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا

159. আর আহলে-
কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী
রয়েছে তারা সবাই ঈমান

159. And there is none
from the people of the
Scripture but that he
will surely believe in

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।

him before his death. And on the Day of Resurrection he will be against them a witness.

يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

160. বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল-তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন।

160. Because of the wrong doing of those who became Jews, We made unlawful for them (certain) good things that had been lawful to them (before), and because of their hindering many (people) from Allah's way.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

161. আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

161. And of their taking of usury while indeed they were forbidden from it, and of their devouring people's wealth unjustly. And We have prepared for the disbelievers among them a painful punishment.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

162. কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপন্থ ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা

162. But those who are firm in knowledge among them, and the believers, they believe in that which has been sent down to you (Muhammad), and that which was sent down before you. And those

لَكِن الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ

পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য।

who establish prayer, and those who pay the poor due, and believe in Allah and the Last Day. It is they to whom We shall bestow immense reward.

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

163. আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ।

163. Indeed, We have revealed to you (Muhammad), as We revealed to Noah and the prophets after him. And We revealed to Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon, and We gave to David the Psalms.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١١٣﴾

164. এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি।

164. And (We sent) the messengers whom We have indeed mentioned to you before, and the messengers whom We have not mentioned to you. And Allah spoke to Moses, a (direct) conversation.

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١١٤﴾

165. সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে

165. Messengers as bearers of glad tidings and as warners, so that there might not

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

আল্লাহর প্রতি অপবাদ
আরোপ করার মত কোন
অবকাশ মানুষের জন্য না
থাকে। আল্লাহ প্রবল
পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।

be for mankind an
argument against
Allah after the
messengers. And Allah
is ever All Mighty,
All Wise.

الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

166. আল্লাহ আপনার প্রতি
যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি
যে তা সজ্ঞানেই করেছেন,
সে ব্যাপারে আল্লাহ নিজেও
সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও
সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে
আল্লাহই যথেষ্ট।

166. But Allah (Himself)
bears witness that what
He has sent down to you,
He has sent it down
with His Knowledge,
and the angels bear
witness. And sufficient
is Allah as a witness.

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ
يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

167. যারা কুফরী
অবলম্বন করেছে, এবং
আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি
করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে
সুদূরে পতিত হয়েছে।

167. Indeed, those who
disbelieve and hinder
(others) from the way
of Allah, they have
certainly strayed to a
far away misguidance.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

168. যারা কুফরী অবলম্বন
করেছে এবং সত্য চাপা
দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ
কখনও তাদের ক্ষমা
করবেন না এবং সরল পথ
দেখাবেন না।

168. Indeed, those
who disbelieve and
do wrong, Allah will
never forgive them,
nor will He guide them
to the (right) path.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ
يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا
لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

169. তাদের জন্য রয়েছে
জাহান্নামের পথ। সেখানে
তারা বাস করবে
অনন্তকাল। আর এমন
করাটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

169. Except the path
of Hell, wherein they
will abide forever.
And that is ever easy
for Allah.

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

170. হে মানবজাতি!
তোমাদের পালনকর্তার
যথার্থ বাণী নিয়ে

170. O mankind, there
has indeed come to
you the messenger

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ

তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

171. হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলা না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রুহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলা না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।

(Muhammad) with the truth from your Lord. So believe, (that is) better for you. And if you disbelieve, then indeed, to Allah belongs whatever is in the heavens and the earth. And Allah is ever All Knower, All Wise.

171. O People of the Scripture, do not commit excess in your religion, nor say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, son of Mary, was only a messenger of Allah, and His word, which He conveyed to Mary, and a spirit from Him. So believe in Allah, and His messengers, and do not say: "Three." Desist, it is better for you. Allah is only One God. Exalted is He above that He should have a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as a Defender.

الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأْمِنُوا
خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧١﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ
اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِنْهُ فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّمَا خَيْرًا
لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ
أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى

بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٧١﴾

172. মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।

172. Never would the Messiah disdain to be a slave to Allah, nor the angels near (to Him). And whoever disdains from His worship, and is arrogant, so He shall assemble them all to Him.

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

173. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।

173. Then as for those who believed and did righteous deeds, He will give them in full their wages, and He will grant them more out of His bounty. And as for those who were disdainful and arrogant, so He will punish them with a painful punishment. And they will not find for them, other than Allah, any protecting friend, nor helper.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ

174. হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।

174. O mankind, there has indeed come to you a convincing proof from your Lord, and We have sent down to you a manifest light.

دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

175. অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে

175. Then as for those who believe in

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন।

176. মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

Allah, and hold fast to Him, He will admit them into His mercy from Him, and bounty, and He will guide them to Himself by a straight path.

176. They ask you a legal ruling. Say: "Allah gives you a ruling regarding a kindred who has neither descendants nor ascendants (as heirs)." "If a man dies, (and) he had no child, but he has a sister, then she shall have one half of what he has left behind." "And he (brother) would inherit from her if she (died and) did not have a child." "Then if there are two sisters, then theirs are two thirds of what he has left behind." "And if there are brothers (and sisters), men, and women, then for the male, the equivalent of the portion of two females." "Allah makes clear to you, lest you go

وَأَعْتَصِمُوا بِهِ فَيَسِيدُ خَلْمُهُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٦﴾

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

They ask you a legal ruling. Say: "Allah gives you a ruling regarding a kindred who has neither descendants nor ascendants (as heirs)." "If a man dies, (and) he had no child, but he has a sister, then she shall have one half of what he has left behind." "And he (brother) would inherit from her if she (died and) did not have a child." "Then if there are two sisters, then theirs are two thirds of what he has left behind." "And if there are brothers (and sisters), men, and women, then for the male, the equivalent of the portion of two females." "Allah makes clear to you, lest you go

astray. And Allah is All
Knower of every thing.”

